সুশ্রী ও কুশ্রী

ওস্তাদ মওলানা সানাউল্লাহ সাহেবের আদেশে লিখিত

১২/৮/৮৩ইং

মহান আল্লাহর এ হিকমত বুঝার শক্তি আছে কার? কেউ তো সুখের সিংহাসনে বসে রাজভোগ খাচ্ছে, আর কেউ তার উচ্ছিষ্ট ও ভুক্ত খাদ্যাংশ নিয়ে ডাস্‌বিনে কাড়াকাড়ি করছে। উভয়েই মানুষ। তবুও কেন এ পার্থক্য।

বাহ্যতঃ সৃষ্টিকর্তার অবিচারের কথা মনে জাগতে পারে। কেন তিনি একজনকে আমীর ও অপরজনকে ফকীর করলেন?

মহান আল্লাহ মানুষকে নানা বর্ণ ও আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এককে অন্যের উপর রুযীতে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই জন্যই তো যে, যাতে মানুষ উপদেশ পেতে পারে। অন্ধকার দেখে আলো, কালো দেখে সাদা ও দুঃখ দেখে সুখকে চিনতে পারে। কিন্তু যে ক্ষতিগ্রস্ত, সে কেন ক্ষতিগ্রস্ত, তা কে বলতে পারে? একজন সুশ্রী না হয়ে কুশ্রী হয়ে জন্ম নিয়েছে কেন, তা কে বলতে পারে? কে বুঝে সৃষ্টিকর্তার সে সৃষ্টিতত্ত্ব?

সুন্দর মানুষ সমাজে সমাদৃত। অসুন্দর অসমাদৃত; যদিও সে মানুষ, যদিও তার ভিতর সুন্দর। কুশ্রী মানুষ সমাজে ঘৃণার পাত্র। সুশ্রীর শ্রীর অহংকার কুশ্রীকে নিষ্পিষ্ট করে। যে দেশ সোনার দেশ, সে দেশে লোহার কিছু হলে ঘৃণিত ও অবহেলিত হবে না কেন? সভ্য সমাজেও কৃষ্ণকায় মানুষ অবহেলিত। পদে পদে তারাও সেখানে বর্ণ-বৈষম্যের শিকার, বিদ্বেষ ও উপহাসের পাত্র। সভ্য সমাজেও কালো চামড়ার মানুষদেরকে 'ব্লাক ডগ' বলে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু যে সমাজের মানুষ অপর মানুষকে রঙ বিচারে অবজ্ঞা করে, সে সমাজকে কি আর সভ্য সমাজ বলা যেতে পারে?

ইসলামে সকল মানুষের অধিকার সমান। সকল বংশ, গোত্র ও বর্ণের মানুষ চরিত্রগুণে আদরণীয়। মহানবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, 'তোমরা বিনয়ী হও; যাতে কেউ কারো প্রতি অত্যাচার না করে এবং একে অন্যের উপর গর্ব না করে।' *(মুসলিম)*

"লোকেরা যেন মৃত বাপ-দাদাদের নিয়ে ফখর করা অবশ্যই ত্যাগ করে। তারা তো জাহান্নামের কয়লা মাত্র। তা ত্যাগ না করলে তারা সেই গোবুরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট হবে, যে নিজ নাক দ্বারা মল ঠেলে নিয়ে যায়। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে জাহেলিয়াতের গর্ব ও ফখর দূর করে দিয়েছেন। (মুসলিম) তো মুত্তাকী (সংযমশীল) মুমিন অথবা পাপাচারী বদমায়াশ। মানুষ সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট।" *(সহীহুল জামে' ৫৩৫৮-নং)*

"আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার' কারণেই।" *(মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত ১৩ আয়াত)

মানুষ হিসাবে সকলের অধিকার সমান, এক নিক্তিতে সোনা ওজন করার মত। কিন্তু অনেক মানুষ তা ভুলে বসে কেন? প্রকৃত মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ কি তার গাত্রের চামড়াতেই হয়? মানুষ কি রূপেই সীমাবদ্ধ? যারা কুৎসীত, তারাই কি অপদার্থ?

নারী সম্পর্কীয় কথা নেওয়া যাক। কোন রূপমুগ্ধ যুবক কোন অপরূপ সুন্দর যুবতীকে বিবাহ বন্ধনে বেঁধে আনল। তাতে তার সুখ ও আনন্দের কথা কি বলতে হয়? কিন্তু শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বুঝতে পারল, তার স্ত্রীর রূপে স্নাতক সে কেবল একা নয়, বরং আরো অনেকে আছে, যারা তার রূপ-সাগরে সাঁতার কাটে। তখন কি

স্বামীর মন তা মেনে নিতে পারে? তখন কি তার ঈর্ষা, রাগ ও ঘৃণাকে রূপসীর রূপ চাপা দিতে পারে? অবশ্যই না। তখন তার চটে যাওয়া, ফেটে যাওয়া মন স্ত্রীর রূপ প্রলেপে স্বাভাবিক হতে পারে না।

সুতরাং মানুষের রূপটাই আসল নয়, গুণটাই হল আসল। গেঁয়ো কবি বলেছেন,

'মাংস রাঁধায় কি বা মজা যদি না থাকে নুন,
রূপ-শ্রীতে কি বা মজা যদি না থাকে গুণ।'

হাদীসে আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মহিলার চারটি জিনিস দেখে বিবাহ করা হয়; তার সম্পদ, উচ্চ বংশ, রূপ ও দ্বীন দেখে। তুমি দ্বীনদার মহিলা পেতে সফল হও, তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক।" *(বুখারী ৫০৯০নং)*

অর্থাৎ, যখন কেউ কোন অজানা অচেনা পরিবেশ থেকে কোন অপরিচিত নারীকে অর্ধাঙ্গিনী ক'রে বধূ বেশে আপন ঘরে আনার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন তার ধর্ম ও দ্বীনদারী পরীক্ষা ক'রে নাও। রূপসী ও ধনবতী দেখেই ক্ষান্ত হয়ো না। বরং বংশ-রূপ-ধন না থাকলেও দ্বীনদার নারীকে তুমি তোমার জীবনের শরীক বন্ধু বানিয়ে নাও। অবশ্য দ্বীনদারীর সাথে যদি উক্ত তিন প্রকার সম্পদ অথবা তার কিছুও থাকে, তবে তা তো সোনায় সোহাগা!

রূপসী স্বামীকে আনন্দ দিতে পারে না, অবশ্য গুণবতী পূর্ণ আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। রূপের গৌরবের তাপে স্বামীর মনের জমি তেঁতে উঠতে পারে। কিন্তু গুণের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সে জমি মনোরম পুষ্পোদ্যান হতে পারে। নারী শান্তিদায়িনী নয়, পুণ্যময় নারী শান্তিদায়িনী। গুণবতী স্ত্রীই এ সংসারের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সম্পদ।

নবী ﷺ বলেছেন, "দুনিয়া (তার সবকিছু) উপভোগ্য বস্তু। আর দুনিয়ার উপভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু হল পুণ্যময়ী স্ত্রী।" *(মুসলিম ১৪৬৭ নং)*

জ্ঞানিগণ বলেন, 'রূপ দিয়ে ফুল ও প্রজাপতির বিচার করো, কিন্তু কোন মানুষের বিচার তার রূপ দিয়ে করো না।' কারণ রূপ থাকলেও মানুষের মনুষত্ব না থাকতে পারে। মানবের মানবতা তার রূপের মাঝে বিকশিত হয় না। মানবতার বিকাশ ঘটে মানবের চরিত্রে ও ব্যবহারে।

রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গুণই বিজয়ী। রূপের বাহারের মাঝে কারো গুণ না থাকলে সে সম্মানযোগ্য নয়। বরং একমাত্র গুণধরই সম্মানের পাত্র; যদিও সে দেখতে সুন্দর না হয়।

হযরত বিলাল ﷺ মদীনার মসজিদে মুআয্যিনের পদ অলংকৃত করেছিলেন। অথচ তিনি ছিলেন কৃষ্ণকায় একজন দাস। তিনি আফ্রিকার হাবশ দেশের নিগ্রো দাস ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সম্মানে ছিলেন অতি উচ্চে। আর তা ছিল তাঁর গুণের মহিমায়, রূপের গরিমায় নয়। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক গুণধর চরিত্রবান ব্যক্তিই উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারে, কোন সুন্দর বা সুন্দরী নয়।

আর এ জন্যই ইসলামে একজন কৃষ্ণকায় নিগ্রোও রাজার আসন অলংকৃত করতে এবং আনুগত্যের উপহার পেতে পারে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "যদি একজন নাক-কাটা হাবশী (আফ্রিকান কৃষ্ণকায়) ক্রীতদাস তোমাদের নেতা (আমীর) রূপে নির্বাচিত হয়, তবুও তার কথা তোমরা মান্য কর, তার আনুগত্য কর; যতক্ষণ সে আল্লাহর কিতাব দ্বারা তোমাদের মাঝে নেতৃত্ব দেয়।" *(সহীহঃ আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০৬২ নং)*

একদা নাখ্খার উযরী হযরত মুআবিয়ার নিকট এলেন। তাঁর গায়ে ছিল একটি আলখাল্লা। তা দেখে মুআবিয়ার মনে যেন তাচ্ছিল্য ভাব এল। নাখ্খার সে কথা তাঁর চেহারায় অনুমান করে নিলেন ও বললেন, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! এ আলখাল্লা আপনার সাথে কথা বলবে না, আপনার সাথে কথা বলবে তার পরিধায়ী।' অতঃপর তিনি এমন সুন্দর কথা বললেন, যাতে হযরত মুআবিয়া মুগ্ধ হলেন। তারপর যখন নাখ্খার উঠে গেলেন, তখন তিনি বললেন, 'এমন মানুষ কখনো দেখিনি, যে প্রথমে ঘৃণ্য হয় এবং পরে সম্মানার্হ হয়।

তবুও মানব-প্রকৃতি এই যে, সুন্দর পছন্দ করে, সৌন্দর্যে ধোঁকা খায়। লোকে কালো পোশাক পরতে পছন্দ করে, কালো গোলাপ ভালবাসে; কিন্তু মানুষের গায়ের কালো রঙ পছন্দ করে না।

'কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দোয়াতের কালি দিয়ে কিতাব-কুরআন লিখি।'

অথচ কালো মানুষটিকে পছন্দ হয় না। পরন্তু দেহের বাহ্যিক রূপ নয়, বরং আত্মার সৌন্দর্য মানুষকে পরিপূর্ণতা দান করে। সোনার পাত্রে শুয়োরের মাংস হলেও তা তো হারামই থাকে।

'দেখিতে পলাশ ফুল অতি মনোহর,
গন্ধ বিনে কেহ নাহি করে সমাদর।
যে ফুলের সুবাস নেই কিসের সে ফুল?
কদাচ তাহার প্রেমে মজে না বুলবুল।
গুণীর গুণ চিরকাল বিরাজিত রয়,
তুচ্ছ রূপ দুই দিনে ধূলিস্মাৎ হয়।'

অবশ্যই গুণ থাকলে পছন্দে কোন পার্থক্য হয় না, কবি বলেছেন,

'যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভাল লাগে,
কেউ বা দিব্যি গৌরবর্ণ কেউ বা দিব্যি কালো।'

জ্ঞানচক্ষু দিয়ে যে জ্ঞানী চরিত্র-রূপ দর্শন ক'রে থাকেন, তিনিই আসলে কুশ্রী হলেও সেই চরিত্রবান মানুষকে প্রকৃত মর্যাদার আসন দান ক'রে থাকেন। কথিত আছে যে, বাগদাদের বাদশা হারূন রশীদের অনেক ক্রীতদাসী ছিল। দাস-প্রথা হিসাবে দাসী-বৃত্তির কর্ম-ব্যস্ততার পর তারা স্ত্রীর মত মালিকের শয়ন-শয্যায় স্থান পেত। তাঁর সুন্দর সুন্দর দাসীদের মধ্যে অন্য একটি দাসী ছিল কৃষ্ণকায় কুশ্রী। কিন্তু তিনি সেই কালুনীকেই বেশী ভালবাসতেন। হাসিতে-খুশিতে, হর্ষে-বিষাদে সেই কালুনীই তাঁর পাশে পাশে থাকত। তা দেখে সুন্দরীদের হিংসা হল। বাদশার কাছে সে অস্বাভাবিক ভালবাসার কারণ জানার ইচ্ছা করল তারা। একদা অভিমান-ভরা হৃদয় নিয়ে রূপের ঝলক ও সুমধুর হাসির বেদনা-ভরা ভাষা দিয়ে সে কথার ভূমিকা শুরু করল। বলল, 'হুজুর! আমরা এত সুস্বাস্থ্যবতী রূপসী থাকা সত্ত্বেও আপনি ঐ কুৎসীৎ কালুনীকে কেন বেশী ভালবাসেন?'

নিঃসন্দেহে বাদশার চোখের কোন দোষ ছিল না। তা জেনেই তারা প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনের আশায় এই আর্জি পেশ করল।

বাদশা বললেন, 'সে কথা জানার যদি তোমাদের একান্তই আগ্রহ থাকে, তাহলে আজ নয়, পরে জানাব।'

দাসীরা সে প্রস্তাব মেনে নিয়ে অধীর অপেক্ষায় কালাতিপাত করতে লাগল।

হঠাৎ একদিন কোন উপলক্ষ্যে সকল বিবিকে উপহার দেওয়ার মানসে একটি বৃহৎ কক্ষ সুসজ্জিত করালেন। কক্ষের শেষের দিকে এক-একটি বাক্সতে নানা গয়না ও উপহার-সামগ্রী রাখা করালেন। অতঃপর স্ত্রীদের সকলকে ডেকে বললেন, 'কক্ষের শেষ প্রান্তে তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি ক'রে বাক্স রাখা আছে, তাতে নানা রকম উপহার ও গয়না আছে। তোমাদের মধ্যে ছুটে গিয়ে যে যেটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেবে, সেটা হবে তারই।'

যথাসময়ে প্রতিযোগিতার দৌড় শুরু হল। রাজার আদেশ মত ছুট দিয়ে প্রত্যেকে এক একটি বাক্সে হাত দিয়ে বলল, 'এটা আমার, এটা আমার।'

কিন্তু কালুনী ছুটে গিয়ে বাক্সে হাত না দিয়ে রাজার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তা দেখে সবাই তাকে ধিক্কার দিয়ে বলতে লাগল, 'এখানে ঠাকুরের মত দাঁড়িয়ে রইলি, অলংকার ও উপহার তো পেলি না।'

সে বলল, 'তোরা ছুটে গিয়ে এক একটি বাক্সে হাত দিয়ে কিছু অলংকার ও উপহার পেয়েছিস। আর আমি যে বাক্সে হাত দিয়ে আছি, সে বাক্স লাভ ক'রে তোরা-সহ গোটা বাগদাদ লাভ করেছি।'

এ জবাবে তারা সবাই অবাক হল। তারা নিজেরাই অনুমান করল যে, এই কারণেই বাদশা ওকে বেশী ভালবাসেন।

বাদশা বললেন, 'এখন তোমরা তোমাদের সেই প্রশ্নের উত্তর পেলে, যা হিংসাবশতঃ কয়েকদিন আগে আমাকে করেছিলে।

লজ্জায় সকলের মাথা হেঁট হয়ে গেল। তারা কালুনীকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারল না।

কালুনীর রূপ ছিল না, কিন্তু গুণ ছিল। আর তার জন্যই সে বাদশার নিকট আদরিণী ছিল। আসল সৌন্দর্য রূপে নয়, আসল সৌন্দর্য থাকে গুণে। আর জ্ঞানীরা তা জ্ঞানচক্ষুতে লক্ষ্য ক'রে থাকেন।

এক বেলুন-ওয়ালা বেলুন বিক্রি করতে গিয়ে শিশুদেরকে আকর্ষণ করার জন্য একটি বেলুনে গ্যাস ভরে আকাশে উড়িয়ে দিল। ভাগ্যক্রমে বেলুনটির রঙ ছিল কালো। একটি ছেলে বলল, আপনার কালো বেলুনই কি

আকাশে ওড়ে? বেলুন-ওয়ালা বলল, না। কোন রঙ বেলুনকে আকাশে উড়ায় না। আসলে গ্যাসই যে কোন রঙের বেলুনকে আকাশে উড়াতে পারে। মানুষের জাত-বর্ণ যাই হোক না কেন, তার গুণই তাকে উপরে উঠতে সাহায্য করে।

'গুণবান হইলে মান সব ঠাঁই,
গুণহীনের সমাদর কোনখানে নাই।'